'রাদুগা' প্রকাশন • মস্কো

আনাড়ির কাণ্ডকারখানা

নিকোলাই নোসভ

ফুলনগরীর টুকুনরা

অনুবাদক অরুণ সোম
ছবি এঁকেছেন বরিস কালাউশিন

'রাদুগা' প্রকাশন
মস্কো

কোন এক রূপকথার শহরে বাস করত টুকুনরা। তারা কিনা ছিল এক্কেবারে এইটুকুন, তাই তাদের বলা হত টুকুন। একেকটি টুকুন লম্বায় ছোট একেকটি শসার সমান। তাদের শহরটা ছিল ভারী সুন্দর। প্রত্যেকটি বাড়ির চারপাশে ফুটে থাকত গাঁদা, মল্লিকা, যুঁই — এই রকম কতই না ফুল! সেখানে রাস্তাঘাটের নাম পর্যন্ত ছিল ফুলের নামে — এই যেমন, ঘণ্টাফুল ঘাট, গাঁদাফুল তলা, ঝুমকোফুল সরণি — এমনি সব। আর শহরটার নাম ছিল ফুলনগরী। একটা ছোট নদীর পাড়ে এই ফুলনগরী। টুকুনরা সে নদীর নাম দিয়েছে শসানদী — নদীর পাড়ে অনেক শসা জন্মাত কিনা তাই।

নদীর ওপাড়ে বন। টুকুনরা গাছের বাকল দিয়ে খুদে খুদে নৌকো বানিয়ে নদী পার হয়ে বনে যেত বুনো ফল, ব্যাঙের ছাতা আর বাদামের খোঁজে। গাছ থেকে বুনো ফল পাড়তে অসুবিধা হত, কেননা টুকুনরা ছিল এই একরত্তি, আর বাদাম পাড়তে গেলে তাদের উঠতে হত উঁচু বাদামঝাড়ের গা বয়ে, শুধুই কি তাই? — সঙ্গে নিতে হত

করাত। টুকুনদের কেউই গাছ থেকে হাত দিয়ে বাদাম ছিঁড়তে পারত না — করাত দিয়ে কাটত। ব্যাঙের ছাতাও কাটত করাত দিয়ে। ব্যাঙের ছাতার শেকড়ের ঠিক নীচে করাত চালাত, তারপর সেই ব্যাঙের ছাতা করাত দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে কাটত, ছোট ছোট টুকরো করে একেকজন বাড়িতে নিয়ে যেত।

টুকুনরা সবাই যে এক রকম ছিল তা নয়। তাদের একদলকে বলা হত খোকন, অন্য দলকে — খুকু। খোকনরা সব সময় জুতোর ওপর লটরপটর ফুলপ্যাণ্ট পরত, নয়ত কোমরে দড়ি এঁটে হাফপ্যাণ্ট পরত। আর খুকুরা ভালোবাসত রঙচঙে চোখ ধাঁধান ছিটের ফ্রক পরতে। খোকনরা চুলের পরিপাটি পছন্দ করত না, তাই তারা খাটো চুল রাখত, আর খুকুরা রাখত লম্বা লম্বা চুল — প্রায় কোমর পর্যন্ত। খুকুরা নানা ছাঁদে চুল বাঁধতে ভালোবাসত, তারা ফিতে জড়িয়ে লম্বা লম্বা বিনুনি বাঁধত, মাথায় ফুল করে ফিতে বাঁধত। খোকনদের অনেকেরই দেমাক ছিল এই বলে যে তারা খোকন, তাই খুকুদের সঙ্গে তাদের প্রায় ভাবই ছিল না। এদিকে খুকুদের দেমাক ছিল এই বলে যে তারা খুকু, তারাও খোকনদের সঙ্গে ভাব করতে চাইত না। কোন খুকু রাস্তায় কোন খোকনকে দেখতে পেলে, এমনকি দূর থেকে তাকে দেখামাত্র রাস্তা পার হয়ে অন্য দিকে চলে যেত। সেটা ভালোই করত, কেননা খোকনদের মধ্যে প্রায়ই এমন অনেককে দেখা যেত যারা

ধীরেসুস্থে খুকুদের পাশ দিয়ে চলে যেতে পারত না — তাদের মনে দুঃখ দিয়ে কিছু না কিছু একটা বলবেই, এমনকি গায়ে ধাক্কা মারবে, তার চেয়েও খারাপ কথা— বিনুনি ধরে টানবে। অবশ্য সব খোকনই যে এমন ছিল তা নয়, কিন্তু কে কী রকম তা ত আর তাদের গায়ে লেখা নেই! তাই খুকুরা মনে করত তাদের মুখোমুখি না পড়ে আগে থাকতে রাস্তা পেরিয়ে সরে পড়াই ভালো। এর জন্য অনেক খোকন খুকুদের বলে থাকে নেকী। কী আমার কথার ছিরি দেখ! আবার অনেক খুকুও খোকনদের ডানপিটে দস্যি — এই রকম সব বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি নামে ডাকে।

তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুলবে। বলবে এসবই মনগড়া, সত্যিকারের জীবনে এমন খোকাখুকু হয় না। কিন্তু সত্যিকারের জীবনে হয় এমন কথা ত আর আমরা বলছি না! জীবন — সে এক কথা, কিন্তু রূপকথার শহর — সে একেবারেই আলাদা। রূপকথার শহরে সবই হয়।

ঘণ্টাফুল ঘাটের রাস্তার ওপরকার একটা ছোট্ট বাড়িতে থাকত ষোলজন টুকুন-খোকন। তাদের সবার ওপরে ছিল চৌকস নামে এক টুকুন-খোকন। তাকে চৌকস বলা হত এই জন্য যে সে অনেক জানত। আর অনেক যে জানত তার কারণ এই যে সে এটা ওটা নানা বইপুথি পড়ত। তার টেবিলের ওপরে, টেবিলের নীচে, খাটের ওপরে, খাটের নীচে —

সর্বত্র বইপুথির ছড়াছড়ি। তার ঘরে এমন কোন জায়গা ছিল না যেখানে বই থাকত না। বই পড়ে পড়ে চৌকস হয়েছিল দারুণ বুদ্ধিমান। তাই সবাই তাকে মান্যি করত, তাকে বড় ভালোবাসত। সে সব সময় পরে থাকত কালো কোটপ্যাণ্ট, আর চেয়ার টেবিলে বসে চোখে চশমা এ'টে যখন সে কোন বই পড়তে শুরু করত তখন তাকে দেখাত হুবহু একজন পণ্ডিতের মতো।

ঐ একই বাড়িতে থাকত নামজাদা বটিকা-ডাক্তার। টুকুনদের সমস্ত রোগের চিকিৎসা সে করত। তার পরনে সব সময় থাকত সাদা আলখাল্লা, আর মাথায় থোপা লাগানো টোপর। এছাড়া ছিল নাট নামে এক নামী মিস্ত্রী আর তার সাকরেদ বল্টু। ছিল মিস্টার স্যাকারিন সিরাপ। স্যাকারিন সিরাপের নামডাক ছিল এই জন্য যে সে সিরাপ দিয়ে সোডাওয়াটার খেতে বড্ড ভালোবাসত। লোকটা খুবই ভদ্র। তার ভালো লাগত যখন লোকে তাকে পুরো নাম ধরে ডাকত, কেউ তাকে শুধু সিরাপ বলে ডাকলে তার পছন্দ হত না। এই বাড়িতে আরও থাকত শিকারী টোটারাম। তার ছিল তুতুরাম নামে একটা ছোট্ট কুকুর আর ছিল বন্দুক। বন্দুক থেকে ছিপির গুলি বৃষ্টি হত। ছিল তুলিবুলি নামে এক আঁকিয়ে, সুরতান নামে এক বাজিয়ে এবং ব্যস্তবাগীশ, বক্কেশ্বর, মৌনেশ্বর, পিঠেপুলি ও কেবলাকান্ত, আর হয়ত ও নয়ত নামে দুই ভাই — এই রকম আরও সব খোকন। কিন্তু তাদের মধ্যে সবচেয়ে নামজাদা ছিল আনাড়ি নামে একটি খোকা। সবাই তার নাম দিয়েছিল আনাড়ি, কেননা সে কিছুই জানত না।

এই আনাড়ি পরে থাকত জ্বলজ্বলে নীল রঙের টুপি, ঘিয়ে রঙের হলুদ ফুলপ্যান্ট আর সবুজ টাই আঁটা ঘিয়ে রঙের জামা। মোটের ওপর সে ভালোবাসত জ্বলজ্বলে রঙ। এই রকম টিয়ে পাখির মতো সেজে আনাড়ি সারাদিন টোটো করে শহরে ঘুরে বেড়াত, নানা রকম আষাঢ়ে গপ্প ফেঁদে সকলকে শোনাত। এছাড়া সে সব সময় খুকুদের বিরক্ত করত। তাই খুকুরা দূর থেকে তার ঘিয়ে রঙের জামা দেখামাত্র উলটো দিকে ঘুরে গিয়ে ঘরবাড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিত। আনাড়ির এক বন্ধু ছিল। তার নাম ঝাঁকড়া। সে থাকত ঝুমকোফুল সরণিতে। ঝাঁকড়া আর আনাড়ি — দুটিতে মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বকবক করে যেতে পারত। দিনের মধ্যে বিশবার করে তাদের আড়ি হত আর ভাব হত।

আনাড়ির নামডাক ছড়িয়ে পড়ে বিশেষ করে একটা ঘটনার পর।

একদিন সে শহরে বেড়াতে বেড়াতে একটা মাঠের মধ্যে এসে পড়ে। আশেপাশে কোন জনপ্রাণী ছিল না। এমন সময় উড়ে এলো একটা কাঁচপোকা। পোকাটা চোখে ভালোমতো দেখতে না পেয়ে উড়তে উড়তে আনাড়ির ওপর গোত্তা খেয়ে এসে পড়ল, তার মাথার পেছনে ঘা মারল। আনাড়ি ডিগবাজী খেয়ে মাটিতে গড়িয়ে পড়ল। পোকাটাও তৎক্ষণাৎ উড়ে দূরে চলে গেল। আনাড়ি ঝট করে উঠে দাঁড়াল, এদিক ওদিক ঘুরে দেখার চেষ্টা করল কে তাকে ঘা মারল। কিন্তু আশেপাশে কোথাও কেউ ছিল না।

'কে আমাকে ঘা মারল?' আনাড়ি মনে মনে ভাবল। 'ওপর থেকে কোন কিছু পড়ে নি ত?'

সে মাথা উঁচু করে ওপরের দিকে তাকাল, কিন্তু ওপরেও কিছু দেখা গেল না। কেবল আনাড়ির মাথার ওপর ঝলমল করছিল সূর্য।

আনাড়ি তখন ভেবেচিন্তে ঠিক করে নিল, 'তাহলে সূর্য থেকেই কিছু একটা খসে পড়েছিল আমার মাথার ওপর। হয়ত বা সূর্য থেকে একটা টুকরো ভেঙে পড়ে আমার মাথায় ঘা মারে।'

সে বাড়ি চলল। এমন সময় তার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল পরকলা নামে জানাশোনা একজনের।

এই পরকলা ছিল নামজাদা জ্যোতির্বিদ। শিশিবোতলের ভাঙা টুকরো থেকে সে ছোট জিনিসকে বড় দেখার পরকলা বা কাচ বানাতে পারত। ঐ কাচের ভেতর দিয়ে যে-কোন জিনিসকে দেখলে তাকে বড় বলে মনে হত। এরকম কয়েকটা কাচ দিয়ে পরকলা বানিয়েছিল একটা বিশাল চোঙ — দূরবীন, যার ভেতর দিয়ে চাঁদ আর তারা দেখা যেত। এই ভাবে সে হয়েছিল জ্যোতির্বিদ।

আনাড়ি তাকে বলল, 'শোন্ রে পরকলা, কী কান্ড হয়েছে জানিস! সূর্য থেকে টুকরো খসে পড়ে আমার মাথায় ঘা মেরেছে।'

'কী যে বলিস আনাড়ি!' হাসতে হাসতে বলল পরকলা। 'সূর্য থেকে যদি টুকরো খসে পড়ত তাহলে তুই চিঁড়েচেপটা হয়ে যেতিস। সূর্য অনেক বড় কিনা। আমাদের এই গোটা

পৃথিবী যতটা, তার চেয়েও বড়।'

'তা হতে পারে না,' আনাড়ি জবাব দিল। 'আমার মনে হয় সূর্য একটা থালার চেয়ে বড় হবে না।'

'ওটা আমাদের কেবল মনে হয়, কেননা সূর্য আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে। সূর্য হল একটা বিরাট গনগনে আগুনের গোলা। আমি আমার চোঙার ভেতর দিয়ে দেখেছি। সূর্য থেকে যদি এই এতটুকন একটা টুকরোও খসে পড়ত তাহলে আমাদের গোটা শহরটাই ধ্বংস হয়ে যেত।'

'বলিস কী!' আনাড়ি উত্তরে অবাক হয়ে বলল। 'আমি কিন্তু জানতাম না যে সূর্য এত বড়। যাই দেখি, আমাদের সক্কলকে গিয়ে বলি — ওরা হয়ত এখনও এটা শোনে নি। তবু বলি, তুই কিন্তু বাপু তোর চোঙা দিয়ে সূর্যটাকে একবার দেখে নিস — বলা যায় না, হয়ত সত্যি সত্যিই ওটা ফোকলা হয়ে গেছে!'

আনাড়ি বাড়ির দিকে চলল আর পথে যার যার সঙ্গে দেখা হল তাদের সবাইকে বলল:

'সূর্য কেমন তা কি তোমরা জান ভাই? সূর্য আমাদের গোটা পৃথিবীটার চাইতেও বড়। বোঝ কান্ড! এইবারে বোঝ ভাই, সূর্য থেকে একটা টুকরো খসে পড়ে উড়তে উড়তে আসছে সোজা আমাদের দিকে। আমাদের ওপর পড়ল বলে, আমাদের সব্বাইকে চেপটে মেরে ফেলবে। কী সাঙ্ঘাতিক! যাও না, গিয়ে পরকলাকে জিজ্ঞেস করেই এসো না।'

সকলে হাসাহাসি করল। আনাড়িটা যে একটা বাচাল তা কারও জানতে বাকি ছিল না। এদিকে আনাড়ি ঊর্ধ্বশ্বাসে বাড়ির দিকে ছোটে, ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে থাকে:

'রক্ষে নেই ভাই, আর রক্ষে নেই! টুকরো উড়ে আসছে!'

'কিসের টুকরো?' সকলে জিজ্ঞেস করল।

'টুকরো ভাই, টুকরো! সূর্য থেকে টুকরো খসে পড়েছে। শিগগিরই আছড়ে পড়বে — তাহলেই হয়েছে, কাউকে আর দেখতে হবে না। সূর্য কেমন তোমরা জান ত? আমাদের গোটা পৃথিবীটার চাইতেও বড়!'

'কী সব বানানো কথা তোর!'

'আমি কিছুই বানিয়ে বলছি না। পরকলাই বলেছে। ও নিজের চোঙের ভেতর দিয়ে দেখেছে।'

সকলে ছুটে উঠোনে বেরিয়ে এসে তাকিয়ে তাকিয়ে সূর্যকে দেখতে লাগল। তাকিয়ে থাকতে থাকতে শেষ কালে তাদের চোখ দিয়ে জল ঝরতে শুরু করল। চোখে অন্ধকার দেখার জন্য সবারই মনে হতে লাগল সূর্যটা যেন সত্যি সত্যিই ফোকলা হয়ে গেছে। এদিকে আনাড়ি চেঁচিয়েই চলেছে: 'পালাও, পালাও! সর্বনাশ!'

যে যার নিজের নিজের সম্পত্তি তুলে নিয়ে পালানোর আয়োজন করতে লাগল। তুলিবুলি তুলে নিল তার রঙ আর তুলি, সুরতান তার বালালাইকা, বেহালা, পেতলের বিউগল — যত রাজ্যের বাজনার যন্ত্র। বটিকা-ডাক্তার সারা বাড়ি জুড়ে তিড়িং বিড়িং করে লাফাতে লাফাতে খুঁজতে লাগল তার ডাক্তারী ব্যাগটা। সেটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। পিঠেপুলি তার জুতোজোড়া আর ছাতা হাতে নিয়ে ততক্ষণে ফটকের বাইরে ছুটে বেরিয়ে গেছে। এমন সময় শোনা গেল চৌকসের গলা:

'সবাই শান্ত হও ভাই! ভয়ের কিছু নেই। তোমরা কি জান না যে আনাড়িটা হল একটা বাচাল? এসব ওর বানানো কথা।' 'বানানো কথা?' আনাড়ি চেঁচিয়ে বলল। 'আচ্ছা, বিশ্বাস না হয় গিয়ে পরকলাকে জিজ্ঞেসই কর না।'

সবাই ছুটে গেল পরকলার কাছে। জানা গেল আনাড়ি সত্যি সত্যিই সব বানিয়ে বলেছে। তখন যা হাসির ধুম পড়ে গেল! আনাড়িকে নিয়ে সকলে হাসাহাসি করতে লাগল, তারা বলল: 'আশ্চর্য হচ্ছি এই ভেবে যে আমরা তোকে বিশ্বাস করলাম কী করে!'

জবাবে আনাড়ি বলল: 'আর আমি যেন আশ্চর্য হচ্ছি না! আর আমি নিজেই ত বিশ্বাস করে বসেছিলাম।'

এমনই অদ্ভুত এই আনাড়ি।

Н. Носов

КОРОТЫШКИ ИЗ ЦВЕТОЧНОГО ГОРОДА

На языке бенгали

Nikolai Nosov

THE MITES OF FLOWER TOWN

In Bengali

Перевод сделан по книге:
М., «Детская литература», 1958 г.
Н. Носов. Приключения Незнайки и его друзей.

ИБ № 720

Редактор русского текста *М.Е. Шумская.* Контрольный редактор *В.Н. Горонова.* Художник *В.М. Калаушин.* Художественный редактор *С.К. Пушкова.* Технический редактор Е.И. Скребнева. Корректор Л.Л. Михайлова. Сдано в набор 25.10.83. Подписано в печать 12.09.84. Формат 60x90/8. Бумага офсетная. Гарнитура Бенгали. Печать офсетная. Печ.л. 2,5. Усл.кр.-отт. 11,0. Уч.-изд.л. 2,72. Тираж 15135 экз. Заказ № 3158 Цена 33 к. Изд. № 904. Издательство "Радуга" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17. Ленинградская фабрика офсетной печати № 1 Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Ленинград, 197101, ул. Мира, 3.

সোভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

ছোট শিশুদের জন্য

Н $\frac{4803010102-258}{031(01)-84}$ 317—84

33 к.

আনাড়ি ও তার বন্ধুদের কাহিনী যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে 'আনাড়ির কাণ্ডকারখানা' সিরিজের অন্যান্য বই পড়ে ফুলনগরীর অধিবাসী রূপকথার নায়কদের আরও কাণ্ডকারখানার পরিচয় পেতে পার।